১১।১।১৫

ভারতের রাষ্ট্রপতি :— ভারতে ইংল্যান্ডের অনুকরণে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তাঁর নামে সকল শাসনকার্য পরিচালিত হলেও বাস্তবে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করেন প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ-ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রের শাসন বিভাগের শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রধান।

৬

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ
(Central Executive in India)

ভূমিকা ঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোটি যুক্তরাষ্ট্রীয়, কিন্তু সরকারের কাঠামোটি সংসদীয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগে একজন নামসর্বস্ব শাসকের পদ রয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব শাসক। তত্ত্বগতভাবে তিনিই দেশের প্রধান শাসক, কারণ দেশের যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভা।

৬.১ ভারতের রাষ্ট্রপতি
President of India

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা ঃ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে ঃ

ক. তিনি ভারতের নাগরিক হবেন ;
খ. তিনি কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হবেন ;
গ. তাঁকে লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে ;
ঘ. তিনি পার্লামেন্ট বা কোনো রাজ্য আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না ;
ঙ. তিনি কোনো সরকারি লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না ;
চ. মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে ১৫০০০ টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে এবং অন্তত ৫০ জন নির্বাচক দ্বারা প্রস্তাবিত ও ৫০ জন নির্বাচক দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

৬.২ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন
Election of the President

ভারতীয় সংবিধানের ৫৪ এবং ৫৫ নং ধারায় রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে।

পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণকে নিয়ে গঠিত একটি 'নির্বাচক সংস্থা' কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরেরর জন্য নির্বাচিত হন।

ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার ব্যাপারে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ঃ ***প্রথমত,*** বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের হার যেন একই থাকে, এবং ***দ্বিতীয়ত,*** অঙ্গরাজ্যগুলির মোট ভোট সংখ্যা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট ভোট সংখ্যার যেন সমান হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে রাজ্য বিধানসভাগুলির এবং পরে পার্লামেন্টের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোট সংখ্যা কত হবে তা নির্ধারণ করতে হয়।

বিধায়কদের ভোট সংখ্যা নির্ণয় ঃ কোনো রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোট সংখ্যা নির্ণয় করবার জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে ওই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত মোট সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল হবে সেটাই হবে ওই রাজ্যের বিধানসভার প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোট সংখ্যা। দ্বিতীয়বার ভাগের পর ভাগশেষ যদি ৫০০ বা তার বেশি হয় তাহলে প্রত্যেক সদস্যের ভোট সংখ্যা আর একটি করে বাড়বে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ওড়িশার লোকসংখ্যা ছিল ৩১,৬৫৯, ৭৩৬ এবং বিধানসভার মোট নির্বাচিত সদস্য ছিল ১৪৭। সুতরাং ওড়িশা বিধানসভার একজন ভোটদাতার ভোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২১৫।

Scanned with CamScanner

$$\frac{৩১,৬৫৯,৭৩৬}{১৪৭} \div ১০০০ = ২১৫$$

ভাগশেষ ৩৭২ হয়েছিল বলে প্রত্যেক ভোটদাতার ভোট সংখ্যা ২১৫-ই থাকে।

রাজ্য বিধানসভার একজন সদস্যের ভোট সংখ্যাকে ওই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে ওই রাজ্যের মোট ভোট সংখ্যা পাওয়া যাবে।

পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোট সংখ্যা নির্ণয় ঃ সকল রাজ্যের ভোট সংখ্যা যোগ করে যে সংখ্যা হবে সেটাই হবে পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোট সংখ্যা। এই মোট ভোট সংখ্যাকে পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পার্লামেন্টের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোট সংখ্যা পাওয়া যাবে। তবে ভাগশেষ যদি ভাজক সংখ্যার অর্ধেক বা অর্ধেকের অধিক হয়, তাহলে ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করতে হবে এবং সেটিই হবে একজন সাংসদের ভোট সংখ্যা। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে সকল রাজ্যের নির্বাচিত বিধায়কদের ভোট সংখ্যার যোগফল হয় ৫০৯৯০৫। ফলে পার্লামেন্টের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোট দাঁড়ায় ৬৫৭-তে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতিকে **'একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব'** (Proportional representation by means of single transferable vote) বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যতজন প্রার্থী থাকবেন, ভোটদাতারা তাঁদের পছন্দের তারতম্য অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীর নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ এইভাবে সংখ্যা বসিয়ে পছন্দ প্রকাশ করেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কোনো ভোটদাতা তাঁর দ্বিতীয় এবং পরবর্তী পছন্দ না জানাতেও পারেন, কিন্তু প্রথম পছন্দ তাঁকে জানাতেই হবে ; নইলে তাঁর ভোটপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

ভোটদান পর্ব শেষ হলে সমস্ত প্রার্থীর প্রথম পছন্দের বৈধ ভোটগুলি যোগ করা হয়। তারপর যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে সেটিকে বলা হয় **কোটা** (Quota)। প্রথম গণনায় কোনো প্রার্থী 'কোটা'য় পৌঁছতে পারলে তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। যদি কেউ 'কোটা' না পান তাহলে সর্বাপেক্ষা কমসংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট যিনি পেয়েছেন তাঁকে বাতিল করে তাঁর ভোটপত্রে যেসব দ্বিতীয় পছন্দ দেখানো হয়েছে, সেই দ্বিতীয় পছন্দের ভোটগুলি অন্য প্রার্থীদের মধ্যে হস্তান্তর করে দেখা হয় কেউ কোটা পেয়েছেন কিনা। এইভাবে কোটা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভোট হস্তান্তর চলতে থাকে।

আজ পর্যন্ত যতবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে কেবল ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো নির্বাচনে দ্বিতীয় পছন্দের ভোটে কোনো রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত হতে হয়নি। উক্ত নির্বাচনে ভি. ভি. গিরি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন দ্বিতীয় পছন্দের ভোটের সাহায্যে। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব সুপ্রিমকোর্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে (৭১ নং ধারা)।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থিত ব্যক্তিই যাতে রাষ্ট্রপতি পদটি লাভ করেন তা নিশ্চিত করার জন্য।

৬.৩ রাষ্ট্রপতির অপসারণ পদ্ধতি
Removal of the President

রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তবে কার্যকাল সমাপ্তির পূর্বেই রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। সংবিধানের ৫৬(১) (খ) নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান ভঙ্গের অপরাধে ৬১(১) নং ধারায় উল্লিখিত 'ইমপিচমেন্ট' (Impeachment) পদ্ধতির মাধ্যমে অপসারণ করা যায়। সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ পার্লামেন্টের যে-কোনো কক্ষে আনা যায়। অভিযোগটি প্রস্তাবাকারে উত্থাপনের অন্তত ১৪ দিন আগে নোটিশ দিতে হয়। ওই নোটিশটি সংশ্লিষ্ট কক্ষের মোট সদস্যের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ কর্তৃক সমর্থিত হবে। উত্থাপনকারী কক্ষে অভিযোগটি অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হলে প্রস্তাবটি অপর কক্ষে প্রেরিত হয়। অপর কক্ষ অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। অনুসন্ধানকারী কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে অভিযোগ স্বীকৃত ও সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন। অনুসন্ধান চলাকালে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন।

লক্ষ করার বিষয়, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পদচ্যুতির প্রস্তাব আনা যায় কেবল সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগের

Scanned with CamScanner

ভিত্তিতে। কিন্তু সংবিধান ভঙ্গ বলতে ঠিক কী বোঝায় এ বিষয়ে সংবিধান নীরব। সমালোচকদের মতে, সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার জন্য শাসকদল বা বিরোধীদল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এর অপব্যাখ্যা করতে পারে। বস্তুত রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে দলের থাকবে সেই দলই এই অবস্থার সুযোগ নিতে পারে। গণপরিষদে বিতর্কের সময় ড. আম্বেদকর বলেছিলেন, "সংবিধান ভঙ্গের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক এবং ষড়যন্ত্র, উৎকোচ গ্রহণ, অন্যান্য অপরাধও এর অন্তর্ভুক্ত।"

রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা হলে অথবা অন্য কোনোভাবে তাঁর পদ শূন্য হলে উপরাষ্ট্রপতি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তবে সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার পর থেকে ৬ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করতে হয়। উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য থাকলে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সুপ্রিম-কোর্টের প্রবীণতম বিচারপতি সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের সময় বিধানসভার সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু পদচ্যুতির ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো এক্তিয়ার নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের সময় পার্লামেন্টের মনোনীত সদস্যদের কোনো এক্তিয়ার থাকে না, অথচ পদচ্যুতির সময় তাঁদের ভোটাধিকার থাকে। বিষয়গুলি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

কোনো কোনো সমালোচকের মতে, রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুতির পদ্ধতিটি বেশ জটিল। তার ওপর রাষ্ট্রপতির হাতে যেসব ক্ষমতা আছে (পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত রাখা, লোকসভা ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি), সেসব ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতি ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে পারেন। ড. রাও (K. V. Rao) যথার্থই বলেছেন, "There are several catches and loopholes here which will make it ineffective, almost impossible to apply it in practice".

৬.৪ রাষ্ট্রপতির শপথ, বেতন, ভাতা এবং বিশেষ সুযোগসুবিধা
Oath, salary allowances and privileges of the President

শপথ গ্রহণ ঃ সংবিধানের ৬০নং ধারা অনুযায়ী কার্যভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা তাঁর অবর্তমানে সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণতম বিচারপতির সমক্ষে শপথবাক্য পাঠ করতে হয়। শপথ বাক্যটি হল এইরূপ ঃ 'আমি ঈশ্বরের নামে (অথবা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে) প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করব, সংবিধান ও আইনকে সংরক্ষণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং ভারতের জনগণের সেবা ও মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব।'

বেতন, ভাতা ঃ রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থির করে। পার্লামেন্ট প্রণীত আইন অনুযায়ী বর্তমানে রাষ্ট্রপতির মাসিক বেতন হল ১,৫০,০০০ টাকা। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ধরনের ভাতা ও সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন এবং অবসর গ্রহণের পর পেনশন পেয়ে থাকেন।

বিশেষ সুযোগসুবিধা ঃ পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপতি যেসব কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকেন তার জন্য তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না, আর দেওয়ানি মামলা করতে হলে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত দু'মাসের নোটিশ দিতে হয়।

৬.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা
Power of the President

ইংল্যান্ডের অনুকরণে ভারতবর্ষে মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একজন নামসর্বস্ব শাসকের অবস্থিতি। ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন সেই নামসর্বস্ব শাসক। তত্ত্বগতভাবে তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেও কার্যত তিনি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শে ওইসব ক্ষমতা ব্যবহার করেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

(১) শাসন সংক্রান্ত, (২) আইন সংক্রান্ত, (৩) অর্থ সংক্রান্ত, (৪) বিচার সংক্রান্ত, (৫) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ও (৬) অন্যান্য ক্ষমতা।

(১) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ সংবিধানের ৫৩নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রের যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি সেইসব ক্ষমতা নিজে অথবা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে

Scanned with CamScanner

প্রয়োগ করবেন। মন্ত্রীপরিষদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত এবং দেশের শাসন কার্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য।

রাষ্ট্রপতির **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা** ব্যাপক। তিনি যাঁদের নিয়োগ করেন তাঁরা হলেন ঃ **(ক)** প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, **(খ)** অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণ, **(গ)** ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, **(ঘ)** ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, **(ঙ)** কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ, **(চ)** নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ, **(ছ)** সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ইত্যাদি।

নিয়োগের ন্যায় **অপসারণের ক্ষমতাও** তাঁর ব্যাপক। তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের, অ্যাটর্নি জেনারেল প্রভৃতিকে এবং পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে, নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণকে, ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল প্রমুখকে অপসারণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি হলেন **দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।** দেশের স্থল, নৌ ও বিমান এই তিন রক্ষীবাহিনীর প্রধানদের তিনি নিয়োগ করেন। অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা একান্তভাবে পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেটের ওপর ন্যস্ত।

দেশের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতিই বিদেশে **রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন** ও বিদেশ থেকে আগত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের গ্রহণ করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তি তাঁর নামেই সম্পাদিত হয়।

(২) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করা ও স্থগিত রাখার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। **তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশনে ভাষণ দিতে এবং 'বাণী' প্রেরণ করতে পারেন।** এছাড়া তিনি পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন এবং কোনো আইনগত অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে **উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন।**

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ **রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য** এবং নিম্নকক্ষ **লোকসভায় ২ জন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্যকে** মনোনীত করেন।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত কোনো বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদিত হওয়ার পর কোনো বিল যখন রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য প্রেরিত হয়, তখন তিনি বিলটিতে সম্মতি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে কোনো বিল দ্বিতীয়বার উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

এছাড়া পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে জরুরিপ্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত যে-কোনো বিষয়ে **অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন।** এই অর্ডিন্যান্স পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মতোই কার্যকর হয়। তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে অর্ডিন্যান্সটি উভয় কক্ষে গৃহীত না হলে ওটি বাতিল হয়ে যায়।

(৩) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে সেই বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আনুমানিক আয়ব্যয়ের একটি **বিবরণী বা 'বাজেট'** অর্থমন্ত্রী মারফত রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টে পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো ব্যয়বরাদ্দের দাবি, কর সংগ্রহ এবং ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা যায় না। তাছাড়া, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো অতিরিক্ত বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করা যায় না। আকস্মিক ব্যয় সংকুলানের জন্য রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে **'আকস্মিক তহবিল** (Contingency Fund) থেকে অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন। এছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের জন্য রাষ্ট্রপতি প্রতি ৫ বছর অন্তর একটি অর্থ কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের কাজ হল কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সমূহ পার্লামেন্টের কাছে পেশ করা।

(৪) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতির হাতে বিচার সংক্রান্ত যেসব ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে সেগুলি হলঃ **(ক)** সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করা, **(খ)** অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করা, **(গ)** দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস করা বা স্থগিত রাখা, এমনকি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

(৫) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে তিন ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার

Scanned with CamScanner

ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—(ক) জাতীয় জরুরি অবস্থা, (খ) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা এবং (গ) আর্থিক জরুরি অবস্থা। সংবিধানের **৩৫২ নং ধারা** অনুসারে, যুদ্ধ অথবা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে সমগ্র ভারতের অথবা তার কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে বা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করলে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। সংবিধানের **৩৫৬ নং ধারা** অনুসারে, কোনো রাজ্যের রাজ্যপালের বিবরণ থেকে অথবা অন্য কোনোভাবে রাষ্ট্রপতি যদি নিশ্চিত হন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তখন তিনি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। **৩৬০ নং ধারা** অনুসারে, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে ভারতের অথবা ভারতের কোনো অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম বিপন্ন হয়েছে বা বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তাহলে তিনি আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

(৬) অন্যান্য ক্ষমতা ঃ সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির হাতে আরও বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। যেমন—**(ক)** বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপতি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারেন; **(খ)** আইন বা তথ্য সম্পর্কিত কোনো সর্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন; **(গ)** কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রশাসক নিয়োগ করে তাঁর মাধ্যমে সরাসরি ওই অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন ; **(ঘ)** ভাষা কমিশন, অর্থ কমিশন ইত্যাদি নিয়োগ করতে পারেন; **(ঙ)** কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন ; **(চ)** সুপ্রিমকোর্টের অস্থায়ী বিচারক নিয়োগ, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-কৃত্যক কমিশনের গঠন, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে অর্ডিন্যান্স জারি করতে নির্দেশ দান ইত্যাদি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অন্তর্গত।

পদমর্যাদা ঃ রাষ্ট্রপতির এই ব্যাপক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক বলে দাবি করেন। তিনিই প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করেন, আবার তিনি ইচ্ছা করলে তাঁদের পদচ্যুতও করতে পারেন। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীরা তাঁর অধস্তন কর্মচারী (officers subordinate to him) মাত্র।

তবে ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এবং আরও অনেকে রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক হিসাবে মেনে নিতে রাজি নন। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম প্রধান রূপকার ড. আম্বেদকর বলেছেন, **"ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংল্যান্ডের রাজা বা রানির ন্যায় একজন নামসর্বস্ব শাসক। তিনি দেশের প্রধান কিন্তু শাসন বিভাগের প্রধান নন। তিনি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য।"** অনুরূপভাবে ভারতীয় সংবিধানের অপর এক স্থপতি জওহরলাল নেহেরু বলেন, "আমরা রাষ্ট্রপতিকে কোনো প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করিনি, অবশ্য তাঁর পদটিকে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছি ("We have not given any real power to the President. But we have made his position one of authority and dignity.")। রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি তাঁর ক্ষমতাহীনতারই প্রকাশ। তাছাড়া ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য।

তবে সংবিধানে যাই বলা হোক, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নির্ভর করে পদাধিকারীর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা, যোগ্যতা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। পরিস্থিতি কখনো-কখনো রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসকের পর্যায়ে উন্নীত করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত একাদশতম লোকসভা নির্বাচনে কোনো দল বা জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে মন্ত্রীসভা গঠনের বিষয়টি রাষ্ট্রপতি শঙ্করদয়াল শর্মার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner